বিচারপতিদের ক্ষোভ নিয়ে তদন্তের দাবি রাহুলের

জুডিশিয়াল কমিশন নিয়ে এগোনোর ভাবনা মোদির

গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ বিচারব্যবস্থা ও প্রচারমাধ্যম। এরাই বিজেপিশাসিত বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখর হয়। অথচ এদেরকে স্বাধীনমতো কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিমকোর্টের চার বিচারপতির ক্ষোভ আমার মতো দেশের সকল মানুষের মনে আঘাত লেগেছে।

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ সুপ্রিমকোর্টের প্রশাসনিক দুর্বলতা নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের প্রথমসারির বিচারপতিরা আজ যে প্রশ্ন তুলেছেন, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান হল, তারা সুপ্রিমকোর্টের বিষয়ে নাক গলাবে না। আজ বিচারপতি চেলামেশ্বরের বাসভবনে সাংবাদিক বৈঠকের বিষয়বস্তু জানার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদকে ডেকে পাঠান। দুজনের মধ্যে প্রায় এক ঘণ্টা আলোচনা হয়। জানা গিয়েছে, এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আইনমন্ত্রকের সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিবও। প্রধানমন্ত্রীকে বিচারপতিদের সাংবাদিক বৈঠক এবং প্রধান বিচারপতির প্রতিক্রিয়া নিয়ে বিশদে জানান রবিশংকর। সরকারি সূত্রে খবর, এই বৈঠকে আইনমন্ত্রী ফের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করার প্রস্তাব দেন। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রীও মনে করছেন, প্রশাসনিক ব্যর্থতার বিষয়ে বিচারপতিরা যখন নিজেরাই প্রশ্ন তুলেছেন, তখন এই নজিরবিহীন ঘটনাকে হাতিয়ার করে অবিলম্বে ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কমিশন গঠন করার ব্যাপারে পদক্ষেপ করা যায়। তাহলে ওই কমিশনের কাছে বিচারপতিদের দায়বদ্ধতা থাকবে। সরকারও পরোক্ষভাবে বিচারপতিদের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারবে।

সংসদে এর আগেই ন্যাশনাল জুডিশিয়াল কমিশন আইন পাস হয়েছিল। সেইসময় এই কমিশন গড়ার বিরোধিতা করে সুপ্রিমকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা হয়। সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিমকোর্ট আইনটিকে খারিজ করে দিয়ে বলে, আদালত নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিজেরাই পালন করতে পারবে। কোনো কমিশন গঠনের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, গত শীতকালীন অধিবেশনে বিচারকদের বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সরকার ও বিরোধী দলের একাধিক সাংসদ। তাঁদের বক্তব্য ছিল, বিচারব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে অভিযোগ উঠছে। অথচ সেদিকে না তাকিয়ে বিচারকরা তাঁদের বেতন বৃদ্ধির দাবি করছেন। ওইদিনও আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ বলেছিলেন, তাঁরা ফের জুডিশিয়াল কমিশন গঠনের আইন আনতে পারেন। সেই আইনের আওতায় রাখতে পারেন বিচারব্যবস্থার প্রশাসনকে।

অন্যদিকে, বিচারপতিদের সাংবাদিক বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিচারব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের অত্যধিক নাক গলানোর ফলে আজ দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন। গণতন্ত্রের দুই স্তম্ভ বিচার ব্যবস্থা ও প্রচারমাধ্যম। এরাই বিজেপি শাসিত বিভিন্ন কার্যকলাপের বিরুদ্ধে মুখর হয়। অথচ এদেরকে স্বাধীনমতো কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। সুপ্রিমকোর্টের চার বিচারপতির ক্ষোভ আমার মতো দেশের সকল মানুষের মনে আঘাত লেগেছে।'

চার বিচারপতির সাংবাদিক বৈঠকের খবর পেয়ে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান আইনজীবী নেতারা দলের সভাপতি রাহুল গান্ধির বাড়িতে যান। রাহুল গান্ধির সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘ বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে রাহুল গান্ধি সাংবাদিকদের বলেন, 'সুপ্রিমকোর্টের চার প্রবীণ বিচারপতির সাংবাদিক বৈঠকের বক্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন নজিরবিহীন ঘটনায় আমরা উদ্‌বিগ্ন।' রাহুলের বক্তব্য, 'দেশের সমস্ত নাগরিক বিচারব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তাঁরাও আজ সুপ্রিমকোর্টের মতো শীর্ষ বিচার প্রতিষ্ঠানে সবকিছু ঠিকঠাক নেই বলে বিচারপতিদের ক্ষোভ প্রকাশের পর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছেন। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম চারজন বিচারপতি সাংবাদিকদের কাছে মুখ খুলেছেন। সুপ্রিমকোর্টে এমন কিছু ঘটনা ঘটছে, যা কাঙ্ক্ষিত নয়। প্রধান বিচারপতিকে এই বিষয়ে বোঝাতে গিয়েও চার বিচারপতি ব্যর্থ হয়েছেন।' রাহুল বিচারপতিদের অভিযোগগুলি নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গড়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান।

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি বলেন, 'কীভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও সততায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেই বিষয়টিও তদন্ত করে দেখা দরকার। আদালতের স্বাধীনতায় নাক গলানো মেনে নেওয়া যায় না। গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থার পক্ষে এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

বিচারপতিদের অভিযোগ সম্পর্কে অ্যাটর্নি জেনারেল কে বেণুগোপাল বলেন, 'বিচারপতিরা ইচ্ছে করলে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে নিজেদের ক্ষোভ জানানোর প্রক্রিয়া এড়াতে পারতেন। এমন ঘটনা প্রবীণ বিচারপতিদের কাছ থেকে আশা করা যায় না।'

আত্মঘাতী বিস্ফোরণে নিহত ৩ জঙ্গি

শেখ হাসিনার দপ্তরের কাছে জঙ্গি ডেরা

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে এক জঙ্গি ডেরার হদিস পেয়েছে বাংলাদেশ র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব)। শুক্রবার সকালে র‍্যাব-এর অভিযানের সময় সেখানে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে তিন জঙ্গির মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষী। জঙ্গিদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে র‍্যাব জানতে পেরেছে। ঢাকার পশ্চিম নাখালপাড়ায় বৃহস্পতিবার রাত থেকে র‍্যাব-এর অভিযান শুরু হয়। শুক্রবার সকালেও সেই অভিযান চলে। স্থানীয় সময় বেলা ১১টা নাগাদ প্রবল বিস্ফোরণে বাড়িটি কেঁপে ওঠে।

জানা গিয়েছে, পশ্চিম নাখালপাড়ার যে বাড়িটিতে জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছিল সেটি রুবি ভিলা নামে পরিচিত। ৪ জানুয়ারি ভুয়ো পরিচয় দিয়ে কয়েকজন বাড়িটিতে ঘরভাড়া নেয়। এমনিতে রুবি ভিলায় মেসে কয়েকজন থাকেন। তাঁদের সঙ্গে মিশে গিয়ে জঙ্গিরা প্রধানমন্ত্রীর উপর হামলার পরিকল্পনা করেছিল। ওই বাড়ির পাঁচতলায় একটি মেস করে জঙ্গিরা থাকছিল। র‍্যাব-এর জনসংযোগ বিভাগের প্রধান মুফতি মাহমুদ জানিয়েছেন, 'গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। রুবি ভিলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খুব বেশি দূরে নয়। এই বাড়ির কাছেই এমপি হস্টেল।' প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের পাশাপাশি সাংসদরাও জঙ্গিদের নিশানায় ছিলেন কিনা, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। র‍্যাব-এর ধারণা, এমপিদের আবাসনে ঢুকে তাঁদের পণবন্দি করার পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের।

বৃহস্পতিবার রাতে র‍্যাব অভিযান শুরু করতেই জঙ্গিরা গ্রেনেড ছোড়ার পাশাপাশি র‍্যাব-এর জওয়ানদের লক্ষ করে গুলিও ছোড়ে। পালটা গুলি চালায় র‍্যাব। রুবি ভিলায় অনেক বিস্ফোরক মজুত থাকার আশঙ্কায় বম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে ডেকে পাঠানো হয়। র‍্যাব-এর তরফে জানানো হয়েছে, নিহত এক জঙ্গির দেহের নীচে একটি আইইডি ছিল। মনে হচ্ছে রান্নাঘরে গ্যাসের উপর আইইডি রেখে আগুন জ্বালিয়ে বড়ো ধরনের বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই পরিকল্পনা সফল হয়নি। রুবি ভিলা থেকে ৬১ জন বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যে তিনজন জঙ্গির দেহ পাওয়া গিয়েছে তাদের বয়স ২০ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সেখানে দুটি জাতীয় পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। দুটি পরিচয়পত্রেই ছবি একইরকম। একটিতে নাম লেখা রয়েছে জাহিদ, অন্যটিতে সজীব। পরিচয়পত্র দুটি জাল কিনা তা খতিয়ে দেখবে র‍্যাব। পরে মুফতি মাহমুদ খান জানিয়েছেন, পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটে মোট তিনটি ঘর। সেখানে থাকতেন মোট ৭ জন। একটি ঘর থেকে তিনজনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। র‍্যাব-এর এই কর্তা জানান, রুবি ভিলার ছয়তলার দুটি ইউনিটে দুটি মেস এবং পাঁচতলার দুটি ইউনিটের মধ্যে একটি মেসে জঙ্গি ডেরা ছিল। বাড়িটির বাকি ৬টি ফ্ল্যাটে বেশ কয়েকটি পরিবার বাস করেন। অভিযানের শুরুতেই বাড়িটিতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যে ৬১ জনকে বাড়িটি থেকে সরানো হয়েছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জঙ্গিদের সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভোরবেলা প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজে তাঁদের ঘুম ভাঙে। সেসময় তাঁরা বাইরে দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ পেয়েছিলেন। র‍্যাব-এর কর্তা জানিয়েছেন, বাড়িটির কেয়ারটেকার এবং মালিকের ছেলেকে আটক করা হয়েছে। তবে বাড়ির মালিককে পাওয়া যায়নি।

- জঙ্গিদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে র‍্যাব জানতে পেরেছে।
- পশ্চিম নাখালপাড়ার যে বাড়িটিতে জঙ্গিরা আশ্রয় নিয়েছিল সেটি রুবি ভিলা নামে পরিচিত।
- রুবি ভিলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খুব বেশি দূরে নয়। এই বাড়ির কাছেই এমপি হস্টেল।
- র‍্যাব-এর ধারণা, এমপিদের আবাসনে ঢুকে তাঁদের পণবন্দি করার পরিকল্পনা ছিল জঙ্গিদের।

চার কোম্পানিও সরাতে চায় কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১২ জানুয়ারি ঃ ছিল পনেরো, বর্তমানে চার। সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে পাহাড় থেকে একে একে সরে গেছে এগারো কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। এবার বাকি চার কোম্পানি আধাসামরিক সেনাকে দার্জিলিং থেকে সরিয়ে নিতে উদ্যোগী হল কেন্দ্রীয় সরকার। আজ সুপ্রিমকোর্টে প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রর নেতৃত্বে তিন সদস্যের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে এই আর্জি রাখেন অ্যাটর্নি জেনারেল কেকে ভেনুগোপাল। প্রধান বিচারপতি বলেন, পাহাড়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী লাগবে কি না, তা নির্ধারণ করতে একটি কমিটি গড়ে তোলার নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের রিপোর্ট কী বলছে তা জানতে চান দীপক মিশ্র। ভেনুগোপাল জানান, বিশেষ কমিটি আগেই তাঁদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। পাহাড়ে যথেষ্টই শান্তি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে রিপোর্টে। সঙ্গে সঙ্গে এর বিরোধিতা করতে উঠে দাঁড়ান রাজ্যের কৌঁসুলি রাকেশ দ্বিবেদী ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ততক্ষণে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিন বিচারপতি। মামলাটির পরবর্তী শুনানি ২৯ জানুয়ারি ঘোষণা করেই ব্যস্ত পায়ে আদালত কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান তাঁরা।

শৌচাগারের আর্জি

চ্যাংরাবান্ধা, ১২ জানুয়ারি ঃ চ্যাংরাবান্ধায় হুজুর সাহেবের মেলা প্রাঙ্গণে পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শৌচালয় তৈরি করা হবে। হক মঞ্জিল লাগোয়া হুজুর সাহেবের মেলা প্রাঙ্গণে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথকভাবে অত্যাধুনিক শৌচালয় তৈরি করা হবে। চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের পক্ষ থেকে এজন্য ১০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে বলে উন্নয়ন পর্ষদের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন। এদিকে, মেলা কমিটি শীঘ্রই শৌচাগার তৈরির দাবি জানিয়েছে। এবার মেলার আগেই শৌচাগার চায় মেলা কমিটি।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? বিচারপতিদের অন্তর্দ্বন্দ্ব কি সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহ্য ক্ষুণ্ণ করছে ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন YES বা NO পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

পাহাড় নিয়ে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্য সরকার কি রাজি হবে ?

হ্যাঁ	না
৩৭%	৬৩%

দিনের কথা

প্রতিবেশী দেশগুলিকে চিন শিবিরে ভিড়তে দেবে না ভারত।

–জেনারেল *বিপিন রাওয়াত,*
সেনাপ্রধান
(আর্মি ডে-র প্রাক্কালে সাংবাদিক বৈঠকে)

আবহাওয়া

১২ জানুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৩.৫	১১.৫
শিলিগুড়ি	২১.০	৯.৮
জলপাইগুড়ি	১৯.০	৬.৩
কোচবিহার	২২.২	১০.৪
মালদা	১৯.৬	৮.৮
রায়গঞ্জ	১৯.২	৮.৭
আলিপুরদুয়ার	২১.৬	১০.০
গ্যাংটক	১৩.৩	৪.০

শনিবারের পূর্বাভাস ঃ
পরিষ্কার আকাশ।

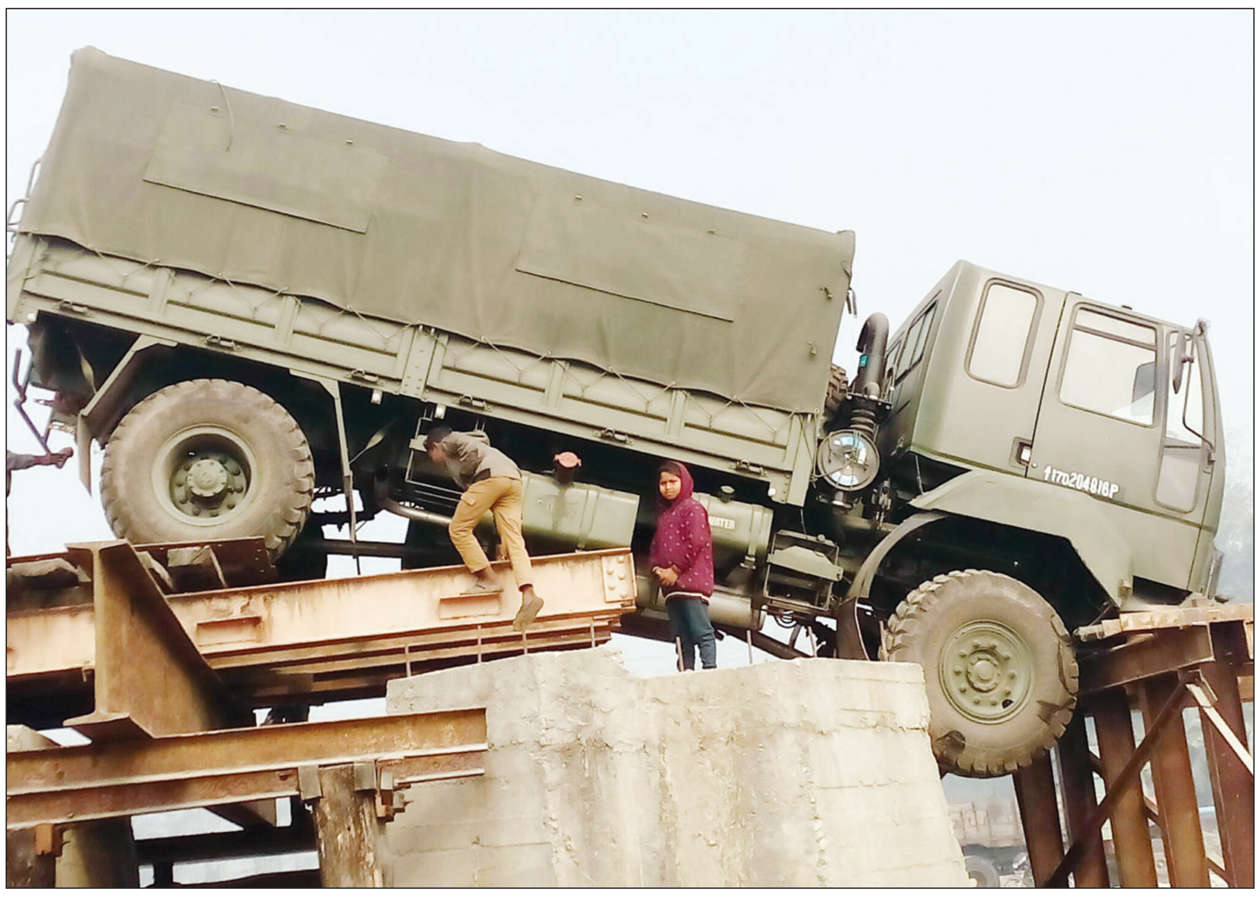

ফালাকাটা–সোনাপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে চরতোর্ষা ভাঙা সেতুতে আটকে যাওয়া সেনাবাহিনীর গাড়ি। সুভাষ বর্মন

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ২

প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনা ঘটায় তা শুধু যানবাহন চালকদেরই দোষ নাকি সাবধানে পথচলায় বাসিন্দাদেরও দোষ রয়েছে সেই প্রশ্নও জোরালো হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার আভারু রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের তরফে সারা বছর ধরেই সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালানো হয়। তবে পথঘাটে চলার জন্য সবাইকে নিজেদের থেকেই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ঘন কুয়াশায় গাড়ি চালাবার সময় সমস্ত গাড়ি যাতে ফগলাইট ব্যবহার করে সেজন্য ইতিমধ্যেই জেলাজুড়ে মাইকিং করা হয়েছে।'

ফালাকাটা–সোনাপুর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের চরতোর্ষার সেতুটি গত আগস্টের বন্যায় ভেঙে যায়। সেতুর মাঝের অংশটি পুরোপুরি জলের তোড়ে ভেসে যায়। বৃহস্পতিবার রাতে সেনাবাহিনীর গাড়িটি সেতুর ভাঙা অংশে আটকে যাওয়ায় সেটি নদীতে পড়েনি। পরে সেনাবাহিনীর ক্রেন দিয়ে গাড়িটিকে উদ্ধার করা হয়। সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গিয়েছে, সেতুটি যে ভাঙা রয়েছে এবং সেটির পাশে একটি ডাইভারসন আছে তা ঘন কুয়াশার জেরে চালক বুঝতে পারেননি। ফালাকাটা থানার পুলিশ শুক্রবার বিকেলের মধ্যেই সেতুর দুপাশের প্রবেশপথে স্পিড ব্রেকার বসিয়ে দেয়।

লেমন পাইন

প্রথম পাতার পর

কিন্তু প্রশ্ন হল, কর্মব্যস্ত মানুষ তো আর গাছটি ঘরে রেখে সেখানে বসে থাকবে না ? চিকিৎসকদের একাংশের বক্তব্য, 'গাছটির পাতা হাতে ডলে তা শরীরের খোলা অংশে মেখে নিলে মশার কামড়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।' তবে ডেঙ্গু থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসাবে চিকিৎসকরা সচেতনতা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকেই সবচেয়ে আগে এগিয়ে রাখছেন। কিন্তু পাহাড়ের শীতল আবহাওয়ার লেমন পাইন সমতলে বেড়ে উঠবে কীভাবে ? এখানকার গরমে লেমন পাইন মরে যাবে বলে অনেকেই আশঙ্কা করছেন। গাছটি ঘরের ভিতরে রাখলে এমন কোনো আশঙ্কা থাকবে না বলে শিলিগুড়িতে চলা সবলা মেলায় গাছটি নিয়ে আসা স্বপ্না রাই, প্রকৃতি রাইরা দাবি করেছেন। সপ্তাহে একদিন হালকা জল দিলে লেমন পাইন তরতাজা থাকার পাশাপাশি নিজস্ব সুবাস ছড়াবে বলেই তাঁরা জানিয়েছেন। আর তার জেরে মশাও আশপাশে ঘেঁষবে না।

ডাক কেলেঙ্কারিতে তদন্তের নির্দেশ

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ একশোদিনের প্রকল্পে জবকার্ডধারীদের অজান্তেই বড় আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকঘর থেকে টাকা উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসল ডাকবিভাগ। জেলা ডাকবিভাগের সুপার রাজেশ কুমার দিনহাটার সার্কেল ইনস্পেকটরকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে, প্রতারিতরা জেলা ডাকবিভাগের সুপার এবং দিনহাটার মহকুমাশাসকের দপ্তরে ডাকযোগে একটি অভিযোগ জানিয়েছেন।

দিনহাটা-১ ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাকঘর থেকে ৩০০-রও বেশি গ্রাহকের জবকার্ডের টাকা উধাও হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। অভিযোগ, অ্যাকাউন্টের মালিকদের পাসবই নিয়ে যে কেউ ডাকঘরে টাকা তোলার ফর্মে সই করলেই টাকা তুলে নেওয়া যায়। কারণ সই ঠিক হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করার মতো পরিকাঠামো ওই ডাকঘরে নেই। সাধারণভাবে ডাকঘরের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে গেলে গ্রাহককে নিজের সঙ্গে অ্যাকাউন্টের পাসবই নিয়ে যেতে হয়। টাকা তোলার সময় ফর্মের ওপর যে স্বাক্ষর রয়েছে পাসবইয়ের সঙ্গে তা যাচাই করে নেন ডাকবিভাগের কর্তব্যরত কর্মীরা। তবে এক্ষেত্রে কোনো এক বা দুজন ব্যক্তি অন্তত তিন শতাধিক জবকার্ডধারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করা বই দিয়ে কী করে টাকা তুলে নিল আর কেন বিষয়টি পোস্ট মাস্টার বুঝতে পারলেন না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ২০১৩ সাল থেকে প্রায় চার বছর ধরে এই কাজ চলে আসছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। এদিন দিনহাটা এসডিও দপ্তরে অভিযোগ জানানোর পর প্রতারিতরা জানান, তাঁরা স্থানীয় উপপ্রধানের কথামতো জবকার্ড জমা দিয়েছিলেন। অথচ বই ফেরত পাওয়ার পর দেখা যায় ধাপে ধাপে হাজার হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পোস্ট মাস্টার আর উপপ্রধান এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন বলে এদিন তাঁরা অভিযোগ করেছেন। এবিষয়ে দিনহাটার মহকুমাশাসক কৃষ্ণাভ ঘোষ বলেন, 'অভিযোগটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করব।'

এদিন জেলা ডাকবিভাগের সুপার জানান, অভিযোগ পেয়ে তিনি দিনহাটার ডাক ইনস্পেকটরকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অভিযোগকারীদের ডেকে নিয়ে কথা বলবেন। এবিষয়ে পোস্ট মাস্টারের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্ট এলে এবিষয়ে তাঁরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সুপ্রিমকোর্টে বেনজির বিদ্রোহ

প্রথম পাতার পর

আরও এক প্রাক্তন বিচারপতি পিবি সাওয়ান্তের মতে, 'সুপ্রিমকোর্টে নিশ্চয়ই কোনো বিষয়ে তীব্র মতবিরোধ চলছে। সেটা হতে পারে প্রধান বিচারপতির সঙ্গেই চলছে। সেকারণেই আজ নজিরবিহীনভাবে বিচারপতিরা সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন।' প্রাক্তন বিচারপতি মুকুল মুদগাল বলেন, 'আর কোনো উপায় না দেখেই বিচারপতিরা সাংবাদিক বৈঠক ডাকতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এর সঙ্গে বিচারক লোয়ার রহস্যমৃত্যুর মামলার কী সম্পর্ক বুঝতে পারছি না।' সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং অবশ্য প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে তাঁর সহকর্মীদের এই 'বিক্ষোভের বিস্ফোরণ'কে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি জানান, সুপ্রিমকোর্টে কী চলছে তা দেশের মানুষের জানা উচিত। আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণের মতে, প্রধান বিচারপতি যেভাবে তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, তার মোকাবিলায় কাউকে না কাউকে তো মুখ খুলতেই হত। সেকারণেই এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছেন বিচারপতি চেলামেশ্বররা।

বিচারপতিদের এই বিক্ষোভকে সমর্থন করেননি লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিশিষ্ট আইনজীবী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এদিনের ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক এবং দুর্ভাগ্যজনক। এতে সমাধানের বদলে আরও নতুন সমস্যা তৈরি হবে। বিচারব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়লে মানুষের মনে প্রশ্ন উঁকি মারবে।' প্রবীণ আইনজীবী উজ্জ্বল নিকমও সোমনাথবাবুর সঙ্গে একমত। তিনি বলেছেন, 'আজকের তারিখটা ভারতের বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে কালো দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। খুব খারাপ একটা নজির তৈরি হল। আজ থেকে সাধারণ মানুষ বিচারপতিদের রায়কে সন্দেহের চোখে দেখবেন। প্রত্যেক রায় নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।' সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সন্তোষ হেগড়েও মনে করেন, এদিনের ঘটনায় সুপ্রিমকোর্টের যারপরনাই ক্ষতি হয়ে গিয়েছে।

বস্তুত, বিচারবিভাগীয় দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ নিয়ে অতীতেও বহুবার নাড়াচাড়া হয়েছে। কিন্তু কখনও প্রধান বিচারপতির বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে তাঁরই সহকর্মীদের এভাবে প্রকাশ্যে সরব হতে দেখা যায়নি। ঘটনা হল, এর আগে বিচারবিভাগের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণের অভিযোগ নিয়ে সরব হয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সিএস কারনান। আদালত অবমাননার দায়ে তাঁর কারাবাসও হয়। যদিও প্রথমে তিনি সুপ্রিমকোর্টের রায়কে অগ্রাহ্য করে পালটা রায় দিয়েছিলেন। কারনানের ওই ঘটনা নিয়ে সেসময় বিচারবিভাগে এক নজিরবিহীন সংকট তৈরি হয়েছিল।

ডিজিট্যাল র‍্যাশনকার্ড বিক্রি চক্রের হদিস

প্রথম পাতার পর

আবার এখানে বলা হচ্ছে আপনার কার্ড ব্লকে বা গ্রাম পঞ্চায়েতে রয়েছে। এভাবে দিনের পর দিন ঘুরছে গ্রামের মানুষ। অথচ তারা কার্ড হাতে পাচ্ছে না। তাহলে সেই কার্ড গেল কোথায় ? অভিযোগ, কিছু ইনস্পেকটর নিজেদের হাতেই কার্ডগুলি রেখে দিয়েছেন। তাঁরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করে কার্ডগুলি র‍্যাশন ডিলারদের কাছে 'বিক্রি' করছেন। লক্ষাধিক টাকায় কোথাও ১০০, কোথায় ২০০ আবার কোথাও ৩০০-৪০০ কার্ড বিক্রি হয়েছে বলে সূত্রের খবর। অর্থাৎ এই র‍্যাশনকার্ড কিনে নিয়ে নিজেদের ঘরেই রেখে দিয়েছেন ডিলাররা। সেই কার্ডগুলির জন্যও প্রতি সপ্তাহে তাঁরা তেল, চিনি, চাল, আটা তুলছেন। তারপর সেগুলি খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা হচ্ছে। আবার এখনও যেসব কার্ডের গ্রাহক কার্ড নিয়ে যাচ্ছেন না তাঁদের কার্ডগুলিও র‍্যাশন ডিলারদের কাছে বিক্রির জন্য সচেষ্ট রয়েছে চক্রটি। সূত্রের খবর, এই চক্রে খাদ্য দপ্তরের এক শ্রেণির কর্মীদের পাশাপাশি একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মকর্তাও জড়িত রয়েছেন। খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া, মাটিগাড়া ও নকশালবাড়ি চারটি ব্লকেই নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক র‍্যাশন ডিলার র‍্যাশনকার্ড কেনার অফার এসেছিল বলে স্বীকার করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, আমাদের বলা হয়েছিল, ১০০-২০০ র‍্যাশনকার্ড কিনলে আপনি সেই কার্ড পিছু প্রতি সপ্তাহেই র‍্যাশনের বরাদ্দ তুলতে পারবেন।

শিলিগুড়ির মহকুমা খাদ্য ও সরবরাহ আধিকারিক বলেন, 'কেউ যদি এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ জানান তাহলে দপ্তর থেকে তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাঁচার জন্য লড়ছেন 'মৃত' মমিরন খাতুন

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১২ জানুয়ারি ঃ হেমকুমারীর বাসিন্দা মমিরন খাতুন। বয়স হয়েছে ঠিকই তবে এখনও হেঁটে চলে বেড়ান। পাড়া-প্রতিবেশীদের খোঁজখবরও নেন। ছাপোষা সংসারে যা জোটে তাই খান। তাঁদের পরিবার বিপিএল তালিকায় আছে। ফলে কিছু সরকারি সুযোগসুবিধা জোটে। শুধু মেলে না বার্ধক্যভাতা। কেন ? তা প্রশ্ন করতেই জানা গেল, মমিরন নাকি বেঁচে নেই। গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকারি খাতায় মৃতের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে। বৃদ্ধার ছেলে এনছান আলি পুরো ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে জানান, প্রায় তিন বছর আগে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে ভাতার জন্য আবেদন করেন তাঁর বৃদ্ধা মা। আবেদনের ভিত্তিতে ভাতা মঞ্জুরও হয়। কিন্তু ভাতা চালু হওয়ার আগেই গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। বিষয়টি নিয়ে তাঁরা একাধিকবার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। বৃহস্পতিবার দুপুরে বৃদ্ধার বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি বহাল তবিয়তে খাওয়াদাওয়া করছেন। এনছান আলি জানান, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে তাঁর মা বার্ধক্যভাতা পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত। মায়ের ভাতা চালুর জন্য তিনি ফের বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গুণবালা রায় জানান, যাঁরা ভাতা পাচ্ছেন, তাঁরা জীবিত আছেন কিনা সে বিষয়ে রিপোর্ট প্রতি বছর বিডিওর দপ্তরে পাঠাতে হয়। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তরে সহায়ক শ্যামল রায়ের ভুলে মমিরন খাতুনের নাম মৃতের তালিকায় চলে যায়। ওই বৃদ্ধার ভাতা চালুর ব্যাপারে তিনি একাধিকবার তৎকালীন বিডিওর দ্বারস্থ হন। কিন্তু আজও তা চালু হয়নি। অন্যদিকে, হলদিবাড়ির বিডিও সঞ্জয় পণ্ডিত বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। আর মমিরনের বিশ্বাস, এই বাঁচার লড়াই তিনি জিতবেন।

বাগানের স্কুল

প্রথম পাতার পর

এরপর থেকে স্কুলটিতে আর কোনো শিক্ষক নিয়োগ করা হয়নি। ওই বছরেরই আগস্ট মাস থেকে স্কুলটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর অভিভাবকরা তাঁদের মেয়েদের অন্য স্কুলে ভরতি করে দেন। স্কুল চালু হওয়ার পর বাগানের শ্রমিকরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন। বাগান ও আশপাশের এলাকা মিলিয়ে সেই সময় ১৫০ জন ছাত্রী স্কুলটিতে ভরতিও হয়। কিন্তু অতিথি শিক্ষকরা কাজ ছেড়ে দেওয়ার পরই স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা, স্কুলটির যাবতীয় কাজ সামলানোর জেরে সমস্যা হওয়াতেই ওই শিক্ষকরা স্কুল ছেড়ে দেন। এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থেকে স্কুলভবনটি ক্রমশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে। ক্লাসরুমের চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ভেঙে পড়ে রয়েছে। দেয়াল থেকে পলেস্তারা খসে পড়ছে, টিনের চাল ভেঙে পড়ছে, শৌচাগারগুলি ক্রমশই বেহাল হয়ে পড়ছে। সন্ধ্যার পর গোটা ভবনটিই অসামাজিক ব্যক্তিদের কবলে চলে যায়। ভয়ে কেউ কোনো প্রতিবাদ করতে পারেন না।

১০ দিনের অনুষ্ঠানে ১২০০ শিল্পী

আলিপুরদুয়ারে শুরু তরাই–ডুয়ার্স উৎসব

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি ঃ বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতির মেলবন্ধনের উদ্দেশ্যে শুরু হল তরাই-ডুয়ার্স উৎসব। শুক্রবার সলসলাবাড়ি হাইস্কুল মাঠে এই উৎসবের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান অনুপ চক্রবর্তী, কোচবিহার জেলাপরিষদের সভাধিপতি পুষ্পিতা রায়ডাকুয়া প্রমুখ। সলসলাবাড়ি উদয়শ্রী ইউনাইটেড ক্লাবের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। চলবে ২২ জানুয়ারি পর্যন্ত। উৎসব মাঠে প্রায় ২০০টি স্টল রয়েছে। তার মধ্যে ২৫টি স্টল সরকারি। সরকারি স্টলের মধ্যে রয়েছে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক প্রশাসনের স্টল, জেলাপরিষদ, কৃষি, কৃষি বিপণন দপ্তর, এসজেডিএ ও হস্ত-তাঁত শিল্প দপ্তর প্রভৃতি। ১০ দিনের এই উৎসবে উত্তরবঙ্গের ১২০০ শিল্পী অংশগ্রহণ করবেন। রাজবংশী, নেপালি, আদিবাসী, ডুকপা, লেপচা, মেচ ও রাভা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা তাঁদের সংস্কৃতি তুলে ধরবেন।

মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, 'তরাই-ডুয়ার্সে একাধিক জনজাতি রয়েছে। তাদের প্রায় হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি তুলে ধরতেই এই উৎসবের আয়োজন। যদিও নাম না করে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, নিন্দুকেরা বলছেন আমরা নাকি সারা বছর উৎসবে মেতে থাকি। উৎসব ছাড়া সমাজ ও সংস্কৃতি চলতে পারে না। তাই রাজ্যজুড়ে পৌষ উৎসব, বিবেক উৎসব, কৃষি উৎসব, উত্তরবঙ্গ উৎসব, ডুয়ার্স উৎসব সহ বিভিন্ন উৎসব হয়। এই ধরনের মেলার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। শিল্পীরা তাঁদের তৈরি সামগ্রী এই মেলায় বিক্রি করে উপার্জন করেন। আবার গ্রামবাংলার মানুষ এই উৎসবের মাধ্যমে বিনোদনের রাস্তা খুঁজে পায়। মন্ত্রী আরও জানান, আলিপুরদুয়ার জেলায় একাধিক উন্নয়নের কাজ চলছে। রাজাভাতখাওয়াতে একটি জলপ্রকল্পের কাজ চলছে। সেখানে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এছাড়া গদাধর থেকে নাটাবাড়ি যাওয়ার রাস্তায় একটি সেতু তৈরি করা হবে। আলিপুরদুয়ারে স্টেডিয়াম তৈরির জন্য জায়গা খোঁজা হচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডকেও সাজিয়ে তোলা হবে।'

উৎসব কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার আমন্ত্রিত শিল্পগোষ্ঠীর তালিকায় আছে মালদার মানব পুতুল, মুর্শিদাবাদের রায়বেঁশে নৃত্য, অসমের বিহু নৃত্য। আসবেন অভিনেত্রী বিনীতা চট্টোপাধ্যায়, গায়ক সায়ন চৌধুরি ও টেলিউড অভিনেতা ঋত্বিক সেন প্রমুখ। উৎসব কমিটির যুগ্ম সম্পাদক ধ্রুব রায় জানান, 'উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, ভাষাগত বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিয়েই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবে উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হবে। আমরা এই উৎসবের জন্য সরকারের তরফে সহযোগিতা পেয়েছি। আশা করছি এই দশদিন উৎসবের মাঠ ভরে থাকবে।'

সলসলাবাড়ি হাইস্কুল মাঠে উৎসবের সূচনা করছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী।
ছবি ঃ আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

উন্নয়নের কাজ শুরু হচ্ছে রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে

কোচবিহার, ১২ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের একাধিক রেলস্টেশনের উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে একাধিক স্টেশনে ওভারব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম, শেড তৈরি হবে। চলতি বছরেই কাজগুলো শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম সিভি রমণ শুক্রবার জানান, যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই দ্রুত কাজগুলো শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক বছরের মধ্যে কাজ শেষ করা হবে। আলিপুরদুয়ার ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বাগ্রাকোট, ক্যারন এবং মাদারিহাট রেলস্টেশনে শীঘ্রই ওভারব্রিজ তৈরি করা হবে। এর পাশাপাশি অসমের গোলকগঞ্জ এবং ডাংতল রেলস্টেশনে দুটো নতুন প্ল্যাটফর্ম ও শেড তৈরি হবে। সম্প্রতি সেবক, নাগরাকাটা এবং বানারহাট রেলস্টেশনে ওভারব্রিজ তৈরি হয়েছে। এই কাজে ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে।